Sibani Mandal Mahavidyalaya

SIBANI MANDAL MAHAVIDYALAYA
ESTD. 2013

7980474105 • smmintrn2024@gmail.com
namkhanasibanimandalmahavidyalaya.in

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি:

বসতি, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক বিকাশ**

---

১. ভূমিকা (Introduction)

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ভারতীয় ইতিহাসে একটি **গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরপর্ব**। এই সময়ে হরপ্পা-পরবর্তী সমাজব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উদ্ভব ঘটে। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অবসানের পর ভারতীয় সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক রূপ ধারণ করে এবং বসতি বিন্যাস, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনশীল সংস্কৃতিই পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের ভিত্তি নির্মাণ করে।

---

২. বসতি বিন্যাসে পরিবর্তন (Changes in Settlement Pattern)

২.১ নগর থেকে গ্রামে রূপান্তর

হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়ের পর বৃহৎ পরিকল্পিত নগরের পরিবর্তে—

- ছোট ও মাঝারি আকারের গ্রামভিত্তিক বসতির বিস্তার ঘটে
- নদী ও জলাশয়কেন্দ্রিক বসতি গড়ে ওঠে
- জনসংখ্যা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে

☞ বসতি বিন্যাসে এই পরিবর্তন সমাজকে তুলনামূলকভাবে **বিকেন্দ্রীভূত** করে তোলে।

২.২ আঞ্চলিক বসতির বিকাশ

এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে ওঠে—

- উত্তর ভারতে Painted Grey Ware (PGW) সংস্কৃতি
- মধ্য ও দাক্ষিণাত্যে মেগালিথিক বসতি
- পূর্ব ভারতে কৃষিনির্ভর গ্রাম সমাজ

☞ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ভারতীয় সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

---

৩. প্রযুক্তিগত বিকাশ (Technological Development)

৩.১ ধাতব প্রযুক্তির অগ্রগতি

এই সময়ে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো—

- তামা ও ব্রোঞ্জের পাশাপাশি **লোহা প্রযুক্তির সূচনা ও প্রসার**
- লোহার তৈরি কৃষি যন্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি

☞ লৌহ প্রযুক্তি কৃষি ও যুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.২ কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন

- লৌহ নির্মিত কাস্তে, কুঠার ও লাঙল
- বন পরিষ্কার করে নতুন কৃষিজমির সম্প্রসারণ
- সেচব্যবস্থার উন্নতি

☞ কৃষি আরও উৎপাদনমুখী ও বিস্তৃত হয়।

৩.৩ কারুশিল্প ও প্রযুক্তি

- মৃৎশিল্পের নতুন রীতি (PGW, NBPW)
- ধাতুশিল্প, কাঠ ও হাড়ের যন্ত্রের ব্যবহার
- তাঁত ও বস্ত্র উৎপাদনের বিকাশ

---

৪. অর্থনৈতিক বিকাশ (Economic Development)

৪.১ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিস্তার

এই সময়ে ভারতীয় সমাজের অর্থনীতি প্রধানত—

- কৃষিনির্ভর ও গ্রামকেন্দ্রিক
- ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদন
- উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের সূচনা

৪.২ বিনিময় ও বাণিজ্যের বিকাশ

- স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিনিময় ব্যবস্থা
- নদীপথ ও স্থলপথে বাণিজ্য
- বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রাথমিক রূপ

৪.৩ শ্রমবিভাজন ও পেশাগত বিশেষায়ন

- কৃষক, কারিগর, বণিক প্রভৃতি পেশার বিকাশ
- সমাজে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য

---

৫. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

৫.১ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন

- গ্রামভিত্তিক সমাজে আত্মীয়তা ও গোষ্ঠীচেতনার গুরুত্ব
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্রমবিকাশ
- নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা

৫.২ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

- আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ
- নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুশীলন
- বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব ও স্থানীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ

---

৬. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন (Historical Assessment)

এই সময়কালকে কোনো "পতন" হিসেবে নয়, বরং একটি **রূপান্তরকাল** হিসেবে দেখা উচিত। নগরসভ্যতার অবসান হলেও সমাজ ও সংস্কৃতি নতুন বাস্তবতার সঙ্গে অভিযোজিত হয়। বসতি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির এই পরিবর্তন পরবর্তী রাষ্ট্রগঠন, নগরায়ণ ও ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় সহায়ক হয়।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে ভারতীয় সমাজে বসতি বিন্যাস, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে গভীর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রামভিত্তিক, কৃষিনির্ভর ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন সমাজে রূপান্তরিত করে এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের ভিত্তি নির্মাণ করে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে বসতি বিন্যাসের পরিবর্তন আলোচনা করো।

2. এই সময়কালে প্রযুক্তিগত বিকাশ ভারতীয় সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?
3. উক্ত সময়কালের অর্থনৈতিক বিকাশ বিশ্লেষণ করো।

---

১. খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে বসতি বিন্যাসের পরিবর্তন আলোচনা করো।

উত্তর :
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে ভারতীয় সমাজে বসতি বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয়ের পর বৃহৎ পরিকল্পিত নগরগুলির পরিবর্তে সমাজ ধীরে ধীরে **গ্রামকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রীভূত বসতি ব্যবস্থার দিকে** অগ্রসর হয়।

এই সময়ে বড় নগরের পরিবর্তে ছোট ও মাঝারি আকারের গ্রাম গড়ে ওঠে, যা প্রধানত নদী, জলাশয় ও উর্বর ভূমিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল। বসতির বিস্তার আরও ব্যাপক হয় এবং জনসংখ্যা বৃহৎ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তে স্থানীয় নেতৃত্ব ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া আঞ্চলিক বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তর ভারতে Painted Grey Ware (PGW) সংস্কৃতি, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মেগালিথিক বসতি এবং পূর্ব ভারতে কৃষিনির্ভর গ্রাম সমাজের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই আঞ্চলিক বসতিগুলি নিজস্ব পরিবেশ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে গড়ে ওঠে।

অতএব বলা যায়, এই সময়কালে বসতি বিন্যাসে নগরকেন্দ্রিকতা থেকে গ্রামকেন্দ্রিকতার দিকে রূপান্তর ঘটে, যা ভারতীয় সমাজকে আরও বিস্তৃত, বৈচিত্র্যময় ও স্থিতিশীল করে তোলে।

---

২. এই সময়কালে প্রযুক্তিগত বিকাশ ভারতীয় সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

উত্তর :
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে প্রযুক্তিগত বিকাশ ভারতীয় সমাজের অর্থনীতি, বসতি ও সামাজিক কাঠামোতে গভীর প্রভাব ফেলে। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছিল **লোহা প্রযুক্তির সূচনা ও প্রসার**।

লোহার তৈরি কৃষি সরঞ্জাম যেমন লাঙল, কাস্তে ও কুঠারের ব্যবহার কৃষিকে আরও উৎপাদনক্ষম করে তোলে। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে নতুন কৃষিজমির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়, ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। লৌহ নির্মিত অস্ত্র ব্যবহারের ফলে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে। পাশাপাশি কারুশিল্পে নতুন ধারা দেখা যায়—উন্নত মৃৎশিল্প (PGW ও NBPW), ধাতুশিল্প ও বস্ত্র উৎপাদনের প্রসার ঘটে।

এইভাবে প্রযুক্তিগত বিকাশ সমাজকে আরও উৎপাদনমুখী, বিস্তৃত ও সংগঠিত করে তোলে এবং পরবর্তী রাষ্ট্রগঠন ও নগরায়ণের ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়।

---

৩. উক্ত সময়কালের অর্থনৈতিক বিকাশ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর :
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ ছিল ধীরে ধীরে কিন্তু গভীর পরিবর্তনসাধক। এই সময়ে অর্থনীতি মূলত **কৃষিনির্ভর ও গ্রামভিত্তিক** হয়ে ওঠে।

লোহা প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষির বিস্তার ঘটে এবং ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিজ উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের ফলে সমাজে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এই উদ্‌বৃত্তই পরবর্তী বিনিময় ও বাণিজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলে।

এই সময়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। নদীপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করে পণ্য আদান-প্রদান শুরু হয় এবং বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রাথমিক রূপ দেখা যায়। পাশাপাশি শ্রমবিভাজন ও পেশাগত বিশেষায়ন স্পষ্ট হয়—কৃষক, কারিগর, বণিক প্রভৃতি পেশার বিকাশ ঘটে।

অতএব বলা যায়, এই সময়কালের অর্থনৈতিক বিকাশ ভারতীয় সমাজকে কৃষিনির্ভর, উৎপাদনমুখী ও আঞ্চলিক বাণিজ্যভিত্তিক কাঠামো প্রদান করে, যা পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।